বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক: কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত ধারণাপত্র

বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক: তৃণমূল নারীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক। তৃণমূল পর্যায়ে নারীদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে বিরাজমান লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার প্রত্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই প্লাটফর্ম। প্লাটফর্মটিতে প্রত্যেক নারীকে পাঁচ বছর মেয়াদি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে তৃণমূলের নারীরা একটি জাতীয়ভিত্তিক প্লাটফরম গড়ে তুলবেন, যে প্লাটফর্ম হবে নারীদের জাতীয়ভিত্তিক ঐক্যের প্রতীক। এই নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে সদস্যরা নিজেদের চিন্তা-চেতনা, দাবি-দাওয়া ও অধিকারের কথা পৌঁছে দিতে পারবেন রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে, যা নারী জাগরণের বৈশ্বিক চেতনার সাথে এক সুরে মিলিত হবে। ২০০৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২১১টি ব্যাচে সারাদেশে প্রায় নয় হাজার বলিষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী নারী এই কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছেন, যারা স্থানীয় পর্যায়ে নারীনেত্রী হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত। এই নারীনেত্রীরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা ও বৈষম্য দূরীকরণে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করছেন এবং এই যাত্রায় নতুনদের যুক্ত করছেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: 'বিকশিত নারী নেটওয়ার্ক'-এর মূল লক্ষ্য হবে– দি হাঙ্গার প্রজেক্ট সূচিত কন্যাশিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে সারাদেশে বিস্তৃত ও অধিকতর ফলপ্রসূ করা।
নেটওয়ার্কটি হবে এমন একটি প্লাটফর্ম, যা তৃণমূলের নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করবে, রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সমর্থন ও জোরদার করবে, নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের অবসানের লড়াইকে বেগবান করবে, নির্যাতনের শিকার হওয়া নারীদের পাশে দাঁড়াবে এবং নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে গণজাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়ন করবে।

বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী: ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন নারীদের চিহ্নিত করে 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' শীর্ষক একটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেটওয়ার্কের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গড়ে তোলা হয়। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের শর্ত:

- উজ্জীবক হতে হবে এবং সক্রিয় উজ্জীবক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
- স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করার মানসিকতাসম্পন্ন হতে হবে;
- পরিবর্তনের বলিষ্ঠকর্মী হওয়ার আগ্রহ থাকতে হবে;
- নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি হতে হবে, তবে স্থানীয় প্রতিনিধির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য;
- বয়স হতে হবে ২৫ বছরের উর্ধ্বে;
- সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আত্মনিবেদিত হতে হবে;
- নারী হিসেবে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে সমাজে বিরাজমান সমস্যা মোকাবিলা করার মতো মনোবল থাকতে হবে এবং আপসহীন ও সাহসী হতে হবে; এবং
- আত্মপ্রত্যয়ী, স্বার্থত্যাগী, সৃজনশীল ও ধৈর্যশীল হতে হবে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ: বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর থেকে নারীনেত্রীরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর দিনব্যাপী ব্যাচভিত্তিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ সভায় মিলিত হয়। সাধারণত প্রথম বছর প্রতি মাসে একবার, দ্বিতীয় বছর প্রতি দুই মাস অন্তর একবার, তৃতীয় বছর প্রতি চার মাস অন্তর একবার এবং চতুর্থ বছর পর থেকে প্রতি ছয় মাসে একবার ফলো-আপ সভার আয়োজন করা হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো: এ পরিচালনা নীতির ভিত্তিতেই সারাদেশে নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব নির্বাচন এ কমিটি গঠন হচ্ছে। সংগঠনের গঠন কাঠামো পাঁচস্তর বিশিষ্ট। সাধারণ সদস্য, ইউনিয়ন কমিটি, উপজেলা কমিটি, জেলা কমিটি, জাতীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা: নেটওয়ার্কের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্যরা স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করবেন। তাঁরা সদস্য ভর্তি ফি, সদস্য চাঁদা ও স্বেচ্ছায় অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে তহবিল গঠন করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনে দাতা সংস্থার সহায়তাও গ্রহণ করা যেতে পারে। তহবিল পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট কার্যালয় এবং এর প্রতিনিধিবৃন্দ তহবিল গঠনে কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখবে না এবং মাঠপর্যায় থেকে কোনো অর্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনা হবে না। অর্থাৎ আর্থিক লেনদেনে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ সংশ্লিষ্ট থাকবেন না। স্থানীয়ভাবে বিকশিত নারী নেটওয়ার্কের অর্থ ব্যবস্থাপনা তারা নিজেরাই করবেন।

জাতীয় সম্মেলন: নেটওয়ার্কভুক্ত সকল নারীনেত্রীরা, নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং কন্যাশিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ এলাকায় স্বেচ্ছাশ্রম ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে বহুবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন। এসকল কাজের অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে বিনিময় এবং জাতীয় পর্যায়ে তা তুলে ধরার গুরুত্ব অনুধাবন করে নারীনেত্রীরা জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। প্রতিটি সম্মেলনে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং প্রত্যাশার আলোকে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। একই সাথে গৃহীত ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে কাজ করতে সকলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

প্রধান কার্যক্রম: 'নারী নেতৃত্ব বিকাশ' বিষয়ক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ প্রশিক্ষণ ও সভা, অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন, জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মসূচি (কর্মশালা, র‍্যালি ও মানববন্ধন)। নেটওয়ার্কের বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি গঠন, কমিটি পুনর্গঠন, কমিটির সভা, জাতীয় সম্মেলন, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

নেটওয়ার্ক সদস্যদের অবদান সংরক্ষণ: তৃণমূল থেকে শুরু করে প্রতিটি পর্যায়ে নেটওয়ার্কের প্রত্যেক সদস্যদের অবদান, তাদের কার্যক্রম ও অর্জন স্থানীয়ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এর জন্য একটি পদ্ধতিগত এমআইএস (ডাটা বেইজ) অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যেখান থেকে প্রত্যেক সদস্য নিজেরা তাদের পরিচালিত কার্যক্রম ও সাফল্য দেখতে পারেন।

সচিবালয়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, হেরাল্ডিক হাইট্‌স, ২/২ (পঞ্চম তলা, বি-৪), ব্লক-এ, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ওয়েবসাইট: www.bikoshitonari.net